পটল থার্টি অমর রহে

দিলীপ বাগচী

পটল থার্টিকে তো আপনারা সকলেই চেনেন। না চিনলেও তাতে পটলের কিছু যায় আসে না, কিন্তু আপনাদের অনেকের-ই অনেক কিছু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য পটল থার্টি কোন হোমিওপ্যাথি ওষুধের নাম নয়। শ্রীশ ভষ্চায্যির বড় ছেলে পটল একবার-তার প্রাথমিক জীবনে বাবার নামের একটি আঁকড়ি (১) বাদ দেওয়ার ফলে এবং ি/ী কারের গোলমালে সেটা হয়ে যায় ত্রিশ। তার পশ্চাৎপক্ক সহপাঠীরা প্রথমে পটল ত্রিশ বলত, তার থেকে পটল তিরিশ এবং অবশেষে পটল থার্টি হয়। কে না জানে অনুসরণ সর্বস্ব বাঙালি জাতি নামের সাথে একটু ইংরেজী লাগাতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। যদিও আর একটি কারণও ছিল - সেটি হল একই পাড়ায় তিনজন পটল থাকায় এবং সব পটলকে সনাক্ত করার অসুবিধা থাকার জন্য 'কটা পটল' (গায়ের রং ফরসা হওয়ার 'অপরাধে'), 'গেঁড়ে পটল' (বেঁটে হওয়ার 'অপরাধে') এবং 'পটল থার্টি' পরিচয়ে তারা পাড়া আলোকিত করতে থাকে। এদের মধ্যে পটল থার্টি যথেষ্ট বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন ছোকরা হওয়ায় সহজেই শাসকদলের যুব শাখার দায়িত্ব লাভ করে দেখল যে বৈশাখ মাসে চাঁদা তোলার মত কোন সার্বজনীন পূজো নেই। সে অনেক চিন্তা ভাবনা করে বের করল যে ২২শে এপ্রিল 'লেলিনের' জন্মদিন। পটল তার মাঝারি নেতাদের অনুকরণে 'লেনিন'কে 'লেলিন' বলত। পটল হাই-ইস্কুলের রিটায়ার্ড পন্ডিত মশাইকে ধরে সংস্কৃতে লেনিনের পূজা-মন্ত্র লিখিয়ে নিল। তারপর পুতুল পট্টিতে পায়জামা - পাঞ্জাবী পরিহিত কাঁধে ঝোঝুল্যমান শান্তিনিকেতনী ব্যাগ চাপিয়ে একটি লেনিন মূর্তি গড়ার বায়না করল। অতঃপর ২২শে এপ্রিল সবাই দেখল পাড়ার তে-মাথার মোড়ে এক বহুবর্ণ (লালের প্রাধান্য বেশি) প্যান্ডেলের মধ্যে এক চেনা অথচ অচেনা দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকলে আরো বিস্ময়ে লক্ষ্য করল যে পটল থার্টি লাল সূতোর পৈতে গলায় ঝুলিয়ে মাইকের সামনে নিম্নোক্ত ধরনের মন্ত্র পাঠ করছে --

কমরেডঃ লেলিনঃ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ।
ইহ তিষ্ঠ - ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্টানং কুরু।
অস্মাকম্ লাল সেলামানি গৃহান ।।

সবাই ভাবল এতো ভারি অদ্ভূত মন্ত্র। কিছুটা হিন্দু-হিন্দু আবার কিছুটা

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

কমুনিষ্ট-কমুনিষ্ট ভাব । তাঁরা আবার শুনলেন --

বৈশাখ মাসে ঐংলন্ডীয় এপ্রিল মাসস্য দ্বাদশ দিবসে ।
ভারতবর্ষস্য বিপ্লব কামনায়াং লেলিন বরণমহং করিষ্যে ।।

অতঃপর পটল বাঁহাতে মুঠি পাকিয়ে সজোরে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করল । সঙ্গে সঙ্গে কিছু চেলাচামুন্ডা চেঁচিয়ে উঠল - সেই সুপরিচিত আওয়াজ -- ইনক্লাব, জিনাব্বাদ ।

পটল থার্টি আবার মন্ত্রপাঠে মগ্ন হল --

রুশদেশ নিবাসীচ কার্লমার্কসস্যাবতারঃ ।
জারতন্ত্রোৎপাটকঃ যঃ তস্মৈ কমঃ লেলিনায় নমঃ ।।
খর্বদেহি গৌরবর্ণ ইন্দ্রলুপ্তং শিরোপরি ।
ফরাসী দেশীয় মতে শ্মশ্রুগুম্ফশ্চ কর্তিতৌ ।।
বীজমন্ত্রঃ ইনকিলাবং জিন্দাবাদেনসহ কথিতম্ ।
বিপ্লববৈজয়ন্তংতস্য চিনাংশুকেন নির্মিতং
রক্তবর্ণং তৎনিশানংকান্তে হাতুড়ী লাঞ্ছিতং ।
সর্ব্বহারা জনঃস্বার্থে ধ্রুবতারকা চিহ্নিতং ।।

মন্ত্রে সম্ভাব্য কোনরকম গোলমালের দায় অবশ্যই পন্ডিতমশায়ের নয়, পটলের ।

এই পূজামন্ডপটিতে দলের বহু গণ্যমান্য নেতা, বুদ্ধিজীবি ও বুদ্ধিমানজীবিরা সমবেত হয়েছিলেন । এই নবনির্মিত দেবতাটির পাঞ্জাবীর বামহাত 'রুশদেশের ভোদকা', ডানহাতটি মার্কিনিদের কোকাকোলা, পাঁতলুনের বাম পা ফ্রান্সের 'কয়্যাক', ডান পা বৃটেনের রয়েল স্ট্যাগ এবং পাঞ্জাবীর বুক ও পিঠ যথাক্রমে নীলগিরি কফি ও দার্জিলিং-এর চা, কাঁধের ঝোলান শান্তিনিকেতনী ব্যাগটি অগ্রবাল কোম্পানীর বেলের পানা (সিদ্ধিসহ), বিভিন্ন গরম ও নরম পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থারা 'স্পনসরসিপ' বাবদ স্টিকার সেঁটে দিয়েছিল । কারণ ওঁরাই এই 'লেলিন বরণ' (পটল থার্টি পূজোর বদলে 'বরণ' শব্দটি পছন্দ করেছিল) এর যাবতীয় খরচাপাতি বহন করেন ।

পরদিন দলের মুখপাত্র 'জনশত্রু'তে এই অভিনব অনুষ্ঠানের খবর প্রথম পাতায় ছবি সহ প্রকাশিত হয় । এই পত্রিকার-ই সম্পাদকীয় স্তম্ভের পাশে বি জে পি'র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা তাত্ত্বিকভাবে রুখতে এই ধরনের অনুষ্ঠান সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া উচিত -- এই মর্মে কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (বলা বাহুল্য পটল থার্টির দলের লোক) এক তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ প্রকাশ করলেন । পটল থার্টির দল ঠিক করল যে পটলের এই অপূর্ব 'লেলিন ইন্ডিজেসান' (আসলে

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

পটল থার্টি বলতে চেয়েছিল 'লেনিনের ইন্ডিয়ানাইজেশন') পার্টির নেতাদের এমন তাক লাগিয়ে দিয়েছিল যে তাঁরা পটলকে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত করার জন্য এক নিরাপদ আসনের ব্যবস্থা করতে জেলা কমিটিকে নির্দেশ দিলেন । পটলের চেলারা এই খবরে পুলকিত হয়ে পাড়ার রাস্তায় লাল বাল্‌বের মালা ঝুলিয়ে দিল । আর সগর্জনে চেঁচিয়ে বেড়াতে লাগল - 'পটল থার্টি যুগ যুগ জীও । কমরেড পটল অমর রহে !'

(বছর পনের আগে বসিরহাট থেকে প্রকাশিত 'তরঙ্গ প্রবাহ' পত্রিকায় মুদ্রিত মদীয় একটি গল্পের রূপান্তরিত চেহারা । দি. বা.)

['শিগক' পত্রিকার (বৈশাখ, ১৪০৫) সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।